ক্ষমতাসীনদের দাপট কতটা হতে পারে, সেটা দেশবাসী দেখেছে বিগত সরকারের আমলে। নির্বাচনের বিস্ময়কর ফলাফলের পর মানুষ ভেবেছিল নতুন ক্ষমতাওয়ালাদের মানসিকতায় হয়ত পরিবর্তন আসবে। কিন্তু অতীত থেকে কেউই কিছু শেখে না। সেই সূত্র অনুযায়ী চলছে বর্তমান সরকারও। বিটিভির অনুষ্ঠানের চার পাঁচ ঘন্টা সময় কিনে নিতে চাইছেন বিএনপির সংসদ সদস্য মাহী বি চৌধুরী। এই ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ব্যক্তির লাভ হলেও দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিটিভির বছরে ক্ষতি হবে দুই কোটি টাকা। অর্থাৎ আগামী চার বছরে বিটিভির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ কোটি টাকায়...

অনুসন্ধান করেছেন **রুহুল তাপস**

একটি ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব

মাহীর লাভ ১২ কোটি বিটিভির ক্ষতি ২ কোটি

মাট সদস্যের বিশাল মন্ত্রিসভায় যোগ্য হিসেবে পরিচিত কয়েকজনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কাজও খুব খারাপ করছিলেন না। অন্তত কিছু একটা করার চেষ্টা করছিলেন। হাজারো রকমের তদবির অগ্রাহ্য করে তাকে কাজ করতে হচ্ছিল। এরকম একটি তদবিরকে কেন্দ্র করেই তিনি পড়ে গেলেন সমস্যায়। তদবির অনুযায়ী তিনি কাজ করেননি। তাকে মেনে নিতে হয়েছে অনিবার্য পরিণতি। দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

সাহেব, বিবি, গোলাম। এই তিনটি শব্দ কাউকে একসঙ্গে উচ্চারণ করতে বলা হলে যে কেউ এক কথায় বলে দেবেন 'বিটিভি'। আর এই কথাটি এসেছে বিটিভির সরকারি দালালির জন্য। একটি দেশের জাতীয় গণমাধ্যম কতোটা সরকারের দালালি করতে পারে তা বিটিভি দেখলেই বোঝা যায়। তথ্যমন্ত্রী হিসেবে মঈন খান দায়িত্ব পাওয়ার পর কিছু মানুষ অন্তত আশাবাদী হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এবার হয়তো কিছু একটা হবে। মঈন খানের হাত দিয়ে বিটিভির বদনাম কিছুটা কমবে। কিন্তু সেই সুযোগ বিটিভি পায়নি, পাননি মঈন খান। তাকে তথ্য মন্ত্রণালয় ছেড়ে দায়িত্ব নিতে হয়েছে বিজ্ঞান তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের। প্রথম অবস্থায় রাজি না হলেও দায়িত্ব তাকে নিতে হয়েছে। বিটিভি সরকারি দালালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে সরকারি দলের লোকজনের কথাও শুনতে হয়। যার জন্য অনুষ্ঠান প্রচারেও নির্মাতাদের জড়াতে হয় রাজনীতিতে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাতারাও বদলিয়েছেন ভোল। আবার বিটিভির কর্মকর্তারা প্রমোশন পাবার লোভে সরকার প্রধানকে বানিয়েছেন বাবা, মা আবার কখনও বুবু। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিক' নামক একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম আলোচনায় আসে। প্রতিষ্ঠানটি কিছু অনুষ্ঠান তৈরি করবে এবং কিছু অনুষ্ঠান কিনবে। এই

‘আমার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটা অবশ্য সরকারি দলের সদস্য হিসেবে পেয়েছি’

মাহী বি চৌধুরী
সংসদ সদস্য, বিএনপি ও
এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিক মিডিয়ার কর্ণধার

সাপ্তাহিক ২০০০ : হঠাৎ করে আনন্দ ঘন্টা নামের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আপনার মাথায় এলো কিভাবে?

মাহী বি চৌধুরী : অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা তো অনেক আগে থেকেই। গত সংসদ নির্বাচনের পরপরই সিদ্ধান্ত নিলাম এ ধরনের অনুষ্ঠান করবো।

২০০০ : দেশে এখন প্রাইভেট চ্যানেল বেশ কয়েকটি। এগুলো থাকতে বিটিভিকে বেছে নিলেন কেন?

মাহী বি চৌধুরী : সরকারের অংশীদার হিসেবে প্রাথমিকভাবে আমাদের দায়িত্ব বিটিভির অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন করা। তবে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে একুশে টিভিতে যাওয়াটা সহজসাধ্য হলেও, বিটিভিতে গিয়েছি বিটিভির অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন করতে পারবো ভেবে।

২০০০ : তাহলে বিটিভির স্যাটেলাইট প্রচারে আপনাদের সরকার সাহায্য করছে না কেন?

মাহী বি চৌধুরী : বিটিভির স্যাটেলাইট অনুষ্ঠান প্রচারের যে কথা ছিলো সে ব্যাপারে আমাদের সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা একটু সময় লাগবে। তবে দেশীয় সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বিটিভির মাধ্যমে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই। আমরা ইনশাআল্লাহ এটা করবো। এক্ষেত্রে ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণ প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের মান বাড়াতে হবে। ভালো অনুষ্ঠানের জন্য বাজেট বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে স্পন্সরদের।

২০০০ : শোনা গেছে, সাবেক তথ্যমন্ত্রী মঈন খানকে সরানো হয়েছে আপনার আনন্দ ঘন্টার অনুমতি না দেয়ার কারণে।

মাহী বি চৌধুরী : শোনা যায় অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি কোথাও শুনেছেন। যখন তথ্যমন্ত্রীকে সরানো হয় তখন আনন্দ ঘন্টার পরিকল্পনা আমাদের ছিলো না। বিটিভিতে অনুষ্ঠান করবো তখন আলোচনা করছি মাত্র। মঈন খানের সঙ্গে আমার দু’বার আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। আনন্দ ঘন্টার জন্য একজন মন্ত্রীকে চলে যেতে হবে তা আমার মনে হয় না। আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি আমার ওরকম পর্যায় এখনো আসেনি, আমার একটা অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রীকে চলে যেতে হবে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২০০০ : অভিযোগ রয়েছে বিটিভি আপনার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার সময় নাকচ করে চিঠি দেয়।

মাহী বি চৌধুরী : বিটিভিতে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে তারা আমাদের নিয়ে মিটিং করেছে। সেই মিটিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনুষ্ঠান বানিয়েছি। এরপর প্রিভিউ কমিটিতে পাঠিয়েছি। প্রিভিউ কমিটি এরপর আমাদের অনুষ্ঠানে কিছু বাদ ও সংযোজন করতে বলেছে। তা করেছি। পরে আবার দেখে এপ্রুভ করেছে। সবাইকে যেভাবে চিঠি দেয়া হয় ঠিক একই পদ্ধতিতে শর্তসাপেক্ষে আমাদের চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করি।

২০০০ : বিটিভি কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, আপনারা প্রচারের যে সময়টা নিয়েছেন তা ইচ্ছেমতো?

মাহী বি চৌধুরী : আমার পছন্দ মতো যদি সময় বরাদ্দ নিতাম তাহলে আমি পুরোটাই সাড়ে আটটা থেকে দশটার মধ্যে নিতাম। অঙ্কে আমি কখনই খুব একটা কাঁচা ছিলাম না। সুতরাং পিক আওয়ারের বাইরে অফ পিক আওয়ারে নিজের পছন্দ মতো সময় নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

২০০০ : আবার এমনও শোনা যায়, আপনি অনুষ্ঠানটি নিয়েছেন বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে?

মাহী বি চৌধুরী : সম্পূর্ণ প্যাকেজের নিয়মনীতির ভেতরে আমরা প্রিভিউ কমিটির মাধ্যমে সিরিয়াল মেইন্টেন করে নিয়েছি। কিন্তু প্যাকেজের জন্য যে পিক আওয়ার বরাদ্দ রয়েছে সে পিক আওয়ারে না গিয়ে অফ পিক আওয়ার নিয়েছি। অফ পিক আওয়ারটাকে পপুলার করার চেষ্টা করছি।

> ‘আইনের বাইরে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয় তবে সে প্রতিষ্ঠানটি যতো ভালো কাজই করুক না কেন এটাকে যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটি খারাপ দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় খারাপ দৃষ্টান্ত আমরা কেউ চাই না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ইটিভিকে হয়তো বা বিদায় নিতে হবে’

অনুষ্ঠান তারা প্রচার করবে বিটিভিতে। এর জন্য বিটিভি’র থেকে ‘আনন্দঘন্টা’ নামে নির্দিষ্ট কিছু সময় তারা কিনে নিতে চায়। এই অনুষ্ঠানের সময় কিনে নেয়ার বিষয়টি নিয়েই কিছু সমস্যা তৈরি হয়। জানা যায়, এর ফলশ্রুতিতে তথ্যমন্ত্রী পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে আনন্দঘন্টা নামে এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিক এক ঘন্টা সময় কিনে নেয়। যে প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পুত্র সরকারি দলের সাংসদ মাহী বি. চৌধুরী। মাহী বি চৌধুরী এই এক ঘন্টার বাইরে আরো চার ঘন্টা সময় কিনতে চাইছেন। এই পুরো সময় যদি বিটিভি থেকে মাহী বি চৌধুরী কিনে নিতে পারেন তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? যদি ধরে নেয়া হয় বিএনপি আগামী চার বছর ক্ষমতায় থাকবে। তাহলে মাহী বি চৌধুরী চার বছরে এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় কত টাকা লাভ করবেন? বিটিভির লাভ হবে না ক্ষতি হবে? অন্যান্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থারই বা কী হবে? ইটিভি না থাকার সম্ভাবনায় এমনিতেই তারা বিপদে আছেন। বিটিভিতেও যদি সরাসরি অনুষ্ঠান বিক্রি বা প্রচারের সুযোগ না পান তাহলে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হওয়ার কথা। বাস্তবে সেরকমই হচ্ছে।

২০০০ : এমনও শোনা যায় আপনাদের মতো অনেকেই নাকি এ ধরনের সময় চেয়েছিলেন বিটিভির কাছে। তবে ক্ষমতার কারণে আপনি পেয়ে গেছেন।

মাহী বি চৌধুরী : কনফিউশনটা আসলে সেখানেই। সবার ধারণা, আমি সরকারি দলের সংসদ সদস্য বা আমার আরও একটি পরিচয় আছে যার কারণে আমি পেয়েছি। বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ ধরনের কথা সত্যি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি যদি প্রপোজাল পাঠাই তাহলে সেটা কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু এটা সত্য কথা, বিটিভিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান করে নতুন কিছু দেয়ার পরিকল্পনা বা প্রস্তাব কেউ পাঠায়নি। সুতরাং এখানে কম্পেয়ার করা যাচ্ছে না। আমি স্বীকার করছি আমি এমন কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়েছি যদিও ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে দেখছি তবুও বলতে হয় এটা খুব কঠিন পরীক্ষা। আমার সেট, ক্যামেরার কাজ, লাইটিং সবকিছুর পেছনে বেশি খরচ হচ্ছে। আসল কথা হলো প্যাকেজের বিপরীতে আমরা যে ধরনের অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেছি এ ধরনের প্রস্তাব তো এর আগে আসেনি। এলে অবশ্যই তাদেরকে সুযোগ দেয়া হতো। তবে এটুকু বলতে পারেন, আমার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটা অবশ্য সরকারি দলের সদস্য হিসেবে পেয়েছি। তবে এর মধ্যে খারাপ কিছু হয়নি, অনিয়মতান্ত্রিক কিছু হয়নি। নিয়ম মেনেই হয়েছে। সবার উচিত নিয়ম মেনে চলা।

২০০০ : আনন্দ ঘন্টার সময় বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে কি?

মাহী বি চৌধুরী : সমস্ত কিছুই নির্ভর করবে দর্শকপ্রিয়তার ওপর। দর্শকদের চাহিদা বেশি থাকলে পরবর্তীতে চিন্তা করা যাবে। তবে আনন্দ ঘন্টা যে ধাঁচে যাচ্ছে তা খুব একটা খারাপ নয়। আনন্দ ঘন্টা একটা অনুষ্ঠান, এর মধ্যে দুটো পর্ব আছে। অন্যান্য অনুষ্ঠান আলাদাভাবে যাবে। তবে সবগুলো আমাদের প্যাকেজের আওতায়। প্যাকেজ নিয়মনীতির মধ্যে সিরিয়াল অনুযায়ী যাবে। প্যাকেজ বলতে যে নাটক, এ ধারণা বদলে দিতেই কাজ করছি। আনন্দ ঘন্টাসহ সপ্তাহে আমার দুই-আড়াই ঘন্টা হয়তো থাকবে।

২০০০ : আপনি যে বিটিভির এতোটা সময় ব্যবহার করবেন, এতে প্যাকেজ নির্মাতারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা দাবি করছে?

মাহী বি চৌধুরী : অন্যান্য নির্মাতারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, কেননা তাদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় পিক আওয়ারে। আর আমরা প্যাকেজ নিয়েছি অফ পিক আওয়ারে। সেটা সন্ধ্যা সাতটায়, রাত সাড়ে দশটায়। এ সময় প্যাকেজ কেউ নেয়নি। সুতরাং অন্য নির্মাতাদের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ে আমি হাত দিইনি। আমি অফ পিক আওয়ারে অনুষ্ঠান চালিয়ে সেটাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছি। ধরুন শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠান নিয়েছি। এই সময়টা পিক আওয়ার নয়। আমরা যদি এই সময়টাকে জনপ্রিয় করতে পারি তবে ক্ষতি কি? একদিন আনন্দ ঘন্টা ছাড়া আমার কোনো অনুষ্ঠান পিক আওয়ারে নেই।

২০০০ : একটু আলাদা প্রশ্ন, সেটি হলো একুশে টিভি বন্ধ হতে যাচ্ছে, এই বিষয়টি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন একজন দর্শক হিসেবে?

মাহী বি চৌধুরী : একুশে টিভি বাংলাদেশের ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় যে অবদান রেখেছে তা একুশে টিভি থাকুক বা না থাকুক ইতিহাসের পাতায় থাকবেই। এর ইতিবাচক দিক রয়েছে অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে। আমি সংবাদের দিকে যেতে চাই না। সংবাদটা একটা অত্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপার, কতোটা নিরপেক্ষতা দেখাতে পেরেছে সেখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের কথা বললে এক কথায় বলতে হবে নতুন ও মানসম্মত অনুষ্ঠান উপহার দিতে পেরেছে। একুশে টিভি বন্ধ হয়ে যাওয়াটা কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। এখানে সরকারের করণীয় কিছু নেই। আইনের বাইরে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয় তবে সে প্রতিষ্ঠানটি যতো ভালো কাজই করুক না কেন এটাকে যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটি খারাপ দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় খারাপ দৃষ্টান্ত আমরা কেউ চাই না। সেদিক থেকে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ইটিভিকে হয়তো বা বিদায় নিতে হবে। সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তটা এখন আদালতের ওপর। আদালত এখন যে সিদ্ধান্ত দেবে সেই সিদ্ধান্তের ওপর কথা বলা মনে হয় কারো উচিত হবে না।

২০০০ : আপনি যখন পর্দায় নিজের উপস্থাপনা অনুষ্ঠান দেখেন তখন কেমন লাগে?

মাহী বি চৌধুরী : ভালোই লাগে। আবার অনেক ভুলত্রুটি চোখের সামনে ধরা পড়ে। সেগুলো শুধরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি ভালো করার জন্য। উপস্থাপনার ব্যাপার যখন আসে তখন আমার বাবাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। এখনও তার কাছাকাছি তো আসতে পারিনি। সময় লাগবে।

২০০০ : আজকের আনন্দ ঘন্টার কি আগামীতে পূর্ণাঙ্গ চ্যানেল হিসেবে বহিঃপ্রকাশ ঘটবে?

মাহী বি চৌধুরী : এটা নির্ভর করবে আনন্দ ঘন্টার সাফল্যের ওপরে, যখন আলাদা একটা চ্যানেল করার মতো অবস্থা আসবে তখনই। তবে এই মুহূর্তে কোনো পরিকল্পনা নেই। একটা অনুষ্ঠানের সফলতা দিয়ে টিভি চ্যানেলের কথা ভাবাটা ঠিক নয়। তবে সামগ্রিকভাবে মিডিয়াতে কাজ করতে পারি এবং দর্শক যদি গ্রহণ করে। আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন চ্যানেলের চিন্তা-ভাবনা করবো।

‘তাদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় পিক আওয়ারে। আর আমরা প্যাকেজ নিয়েছি অফ পিক আওয়ারে। সেটা সন্ধ্যা সাতটায়, রাত সাড়ে দশটায়। এ সময় প্যাকেজ কেউ নেয়নি। সুতরাং অন্য নির্মাতাদের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ে আমি হাত দিইনি। আমি অফ পিক আওয়ারে অনুষ্ঠান চালিয়ে সেটাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছি’

সবকিছু এভাবে এগুলে আগামী চার বছরে মাহী লাভ করবেন কমপক্ষে বারো কোটি টাকা। ‘পিক-অফ পিক’ হিসাবের মারপ্যাঁচে বিটিভির ক্ষতি হবে কমপক্ষে আট কোটি টাকা। অন্যান্য নির্মাতাদের ক্ষতির অংক হবে আরো অনেক বেশি।

মাহীর আনন্দঘন্টা

আনন্দ ঘন্টার নামে বিটিভি’র সময় কেনার জন্য তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী মঈন খানের কাছে একটি প্রস্তাব যায়। জানা যায় তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করেননি। মন্ত্রী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আনন্দ ঘন্টার প্রচার শুরু হয়েছে। গত ২৩ জুন সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন মাহী বি. চৌধুরী তার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিক (ইআর)-এর ব্যানারে ‘আনন্দ ঘন্টা’ শিরোনামে সপ্তায় চারদিন বিটিভিতে এক ঘন্টার অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার শুরু হতে যাচ্ছে। ২ জুলাই থেকে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা এবং শুক্রবার রাত ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিটিভিতে ‘আনন্দ ঘন্টা’ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বিটিভি কর্তৃপক্ষ এই

সংবাদ সম্মেলনের ঘটনার পর বিষয়টি জানতে পারে। এর আগে তারা এ বিষয়ে তেমন কিছু জানতো না। ফলে মাহী চৌধুরীর ঘটনা তাদের বিস্মিত করে। বিস্মিত হবার কারণ তখন পর্যন্ত বিটিভি কর্তৃপক্ষ ইআরকে কোনো সময় বরাদ্দ দেননি। এ নিয়ে বিটিভি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইআর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটির শুরু হয় টানাপড়েন। পরবর্তীতে অসম্ভব দ্রুত গতিতে সময় বরাদ্দের কাগজপত্র প্রস্তুত করে বিটিভি কর্তৃপক্ষ। এরকম দ্রুত গতিতে কাজ করা বিটিভি'র ক্ষেত্রে নজীরবিহীন। যার কারণে ২ জুলাই অনুষ্ঠান প্রচারের পরিবর্তে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ৬ জুলাই। এর মধ্যে অনুষ্ঠান ঘোষিত দিনে প্রচারিত না হবার কারণ সম্পর্কে আরো জানা যায়, বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের ঠিক একদিন পরই সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে কি না তা সরকারের খতিয়ে দেখা। এমনকি তার এই ঘোষণার বিষয়ে বিটিভির কাছে ব্যাখ্যা চায় তথ্য মন্ত্রণালয়। অবশেষে সপ্তাহে একদিন শনিবার আনন্দ ঘন্টা প্রচারের অনুমতি পায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিটিভি'র একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'আমরা দ্রুত অনুমতি দিলেও নিয়ম বহির্ভূত কাজ করিনি। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রসেসিংয়ে সময় বেশি লাগে। মাহীর ক্ষেত্রে তুলনামূলক সময় কম লেগেছে এটা ঠিক। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাড়ে চার ঘন্টার জায়গায় আমরা সপ্তাহে এক ঘন্টা সময় দিয়েছি।'

এভাবেই শুরু হয়েছে আনন্দঘন্টা যাত্রা। এখানে অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে গেইম শো 'হিং টিং ছট', কমেডি সিরিজ 'গণকটুলী সেবা সংঘ' এবং মাহী বি চৌধুরী ও তার স্ত্রী আশাফাহ্ হক রূপার উপস্থাপনায় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ভালোবাসার গল্প'। বাকি যে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা অনুষ্ঠান চালানোর কথা শোনা যাচ্ছে এতে থাকবে নাটক (এক ঘন্টার) ধারাবাহিক নাটক, মিউজিক ভিডিও প্রভৃতি।

আনন্দ ঘন্টার 'ভালোবাসার গল্প' পর্বে উপস্থাপক মাহী বি চৌধুরী ও তার স্ত্রী আশফাহ্ হক লোপা

'কী হবে আমাদের'

আনন্দঘন্টার আগমনে অন্যান্য নির্মাতাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। যদিও তারা কেউই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না। কয়েকজন প্যাকেজ নির্মাতা ২০০০কে বলেন, ইআর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি যদি আরো চার ঘন্টা সপ্তাহে পায় তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্যাকেজ নির্মাতারা। বিটিভিতে এমনিতেই প্যাকেজ অনুষ্ঠান প্রচারে জট লেগে আছে। একটি নাটক জমা দেয়ার দেড় দুই বছর পর প্রচার হয়। এখন সপ্তাহে চার পাঁচ ঘন্টা সময় মাহী চৌধুরী কিনে নিলে প্যাকেজ নির্মাতাদের নাটক কত বছর পর প্রচার হবে? প্যাকেজ অনুষ্ঠান তৈরি করে এরকম প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে প্রায় দু'শ। এই দু'শ প্রতিষ্ঠানের নির্ভর করে থাকতে হবে মাহী বি চৌধুরীর 'এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিক'-এর ওপর। বাংলা ভাষায় 'মধ্যস্বত্বভোগী' বলে একটি শব্দ আছে। এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত কৃষকেরা। একশ্রেণীর টাউট ব্যবসায়ী কৃষকের থেকে অল্পদামে পণ্য কিনে বেশি দামে বাজারজাত করে। কৃষকের উৎপাদন খরচ না উঠলেও মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীর পকেট ভারী হয়ে ওঠে। প্যাকেজ নির্মাতাদের অবস্থা হবে এখন কৃষকের মতো।

বাংলাদেশের সাংসদ সন্তানরা যেন সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্ম নেন। মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সন্তানদের তো কথাই নেই। দেশটা তো তাদের নিজেদের সম্পত্তি। তারা চোখ বুঝে চিন্তা করেন 'এটা করব'। ব্যস হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। হয়তো কোনো এক সকালে মাহী চৌধুরী বিটিভির অনুষ্ঠান 'উন্নয়ন'-এর চিন্তা করলেন। জন্ম নিল আনন্দ ঘন্টা।

পিক-অফপিকের মারপ্যাচ : বিটিভির ক্ষতি বছরে ২ কোটি

আনন্দ ঘন্টা প্রচার হচ্ছে প্রতি শনিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। জানা গেছে এই সময়ের বাইরেও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি আরো ৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য চেষ্টা করছেন। এ নিয়ে বিটিভি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বিষয়টি স্বীকার করেননি। এই প্রসঙ্গে মাহী বি চৌধুরী বলেন, 'আমরা পরবর্তীতে যে অনুষ্ঠান করবো তা অফ পিক আওয়ারে চালাবো।' অনুষ্ঠানটি

চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। আর শুক্রবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। এই প্রচার সময়কে তিনি অফ পিক আওয়ার বলছেন। তবে বিটিভি সূত্রে জানা গেছে বিটিভির পিক আওয়ার ধরা হয় সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। বিটিভির দেয়া তথ্য অনুযায়ী মাহী বি চৌধুরী যে প্রচার সময়কে অফ পিক আওয়ার বলে চিহ্নিত করেছেন তা পিক আওয়ার। পিক আর অফ পিক আওয়ারের মারপ্যাঁচে মাহী চৌধুরীর একটি ক্রয়ের কারণে বিটিভির ক্ষতি হবে বছরে ২ কোটি টাকা, প্যাকেজ নীতি

এক বছরে ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। মাহী চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট হয়েছে তিনি শীঘ্রই সপ্তাহে ৪ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি পাচ্ছেন। আর একবার অনুমতি পেলে সরকার পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এই অনুষ্ঠান চলবে। সেক্ষেত্রে ৪ বছরে বিটিভির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ থেকে ১০ কোটি টাকায়

অনুযায়ী বিটিভি এক ঘন্টার অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ দেয় ন্যূনতম ৩ মিনিটের। ক্ষেত্র বিশেষে তা সর্বোচ্চ হতে পারে ১০ মিনিট। সমস্যাটা এখানে নয়। সমস্যা হচ্ছে মূল্য নির্ধারণের জায়গায় এসে। অফ পিক আওয়ারে প্রতি মিনিটের বিজ্ঞাপন হার ৩৬ হাজার টাকা যেখানে পিক আওয়ারের বিজ্ঞাপন হার মিনিটে ৬০ হাজার টাকা। অর্থাৎ মিনিটে বিজ্ঞাপন হারের পার্থক্য ২৪ হাজার টাকা। এখন বিটিভির পিক আওয়ার যখন মাহী চৌধুরী অফ পিক আওয়ার হিসেবে নিচ্ছেন তখন তাকে প্রতি ঘন্টার জন্য ৩X২৪=৭২ হাজার টাকা কম দিতে হচ্ছে বিটিভিকে। সপ্তাহে ৪ ঘন্টার জন্য বিটিভির ক্ষতি হবে ৪X৭২ হাজার= ২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। এ হিসেবে বিজ্ঞাপনের সময় ধরে নেয়া হয়েছে ৩ মিনিট। যদি এ সময় বেড়ে ৫ অথবা ১০ মিনিট হয় তাহলে হিসাবও একইভাবে বদলে যাবে। বিটিভির ক্ষতির পরিমাণও বাড়বে। একজন প্যাকেজ নির্মাতা বলেছেন এই চুক্তিত বিটিভির ন্যূনতম ক্ষতি দাঁড়াবে ২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা ক্ষতি সপ্তাহে। এক বছরে ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। মাহী চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট হয়েছে তিনি শীঘ্রই সপ্তাহে ৪ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি পাচ্ছেন। আর একবার অনুমতি পেলে সরকার পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এই অনুষ্ঠান চলবে। সেক্ষেত্রে ৪ বছরে বিটিভির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ থেকে ১০ কোটি টাকায়।

মাহীর লাভ ১২ কোটি

মাহী বি চৌধুরী তার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে বিটিভিতে আনন্দ ঘন্টা নামে যে অনুষ্ঠানটি প্রচার করছেন, জানা যায় সেই অনুষ্ঠানটির প্রতি পর্ব নির্মাণের জন্য খরচ হয় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার মতো। নির্মাণের পর অনুষ্ঠানটি বিজ্ঞাপনদাতাদের মাধ্যমে বিটিভিতে বিক্রি হয় ন্যূনতম ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকায়। বিটিভিতে অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যে স্লট ভাড়া দিতে হয় সে টাকা বিজ্ঞাপন দাতারাই দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে মাহী বি চৌধুরী ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকায় যে অনুষ্ঠান বিক্রি করছেন তা থেকে তার লাভ হচ্ছে (বিক্রির টাকা ৩ লাখ ৫০ হাজার - নির্মাণ খরচ ২ লাখ ৫০ হাজার)= ১ লাখ টাকা। সপ্তাহে তিনি লাভ করছেন ১ ঘন্টার জন্য ১ লাখ টাকা। মাসে যার পরিমাণ ৪ লাখ টাকা। এই টাকার অংক গিয়ে দাঁড়াবে ৪ বছরে ২ কোটি টাকা ওপরে। পরবর্তী যে ৪ ঘন্টা সময় পাবার কথা শোনা যাচ্ছে সে সময় পেলে ১ ঘন্টার জন্য অনুষ্ঠান নির্মাণে খরচ কম পড়বে। যেহেতু তিনি বলছেন অফ-পিক আওয়ার। যার কারণে ব্যবসায়ীর দিকে লক্ষ্য রেখে অনুষ্ঠান নির্মাণের পেছনে ব্যয় করবেন কম টাকা। এক্ষেত্রে তার ১ ঘন্টার অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য খরচ হবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। একই পদ্ধতিতে বিটিভিতে বিক্রি করবেন অনুষ্ঠান। এক্ষেত্রে তিনি ১ ঘন্টার অনুষ্ঠান সর্বনিম্ন বিক্রি করবেন ২ লাখ ৫০ হাজার টাকায়। এখানে তার লাভ থাকবে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। প্রতি সপ্তাহে ৪ ঘন্টার জন্য তিনি লাভ করবেন ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা। মাসে সেই টাকার অংকের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ৪ বছরে দাঁড়াবে ১০ কোটি টাকার ওপরে। অর্থাৎ দুটো অনুষ্ঠান মিলে মাহী ন্যূনতম ১২ কোটি টাকা লাভ করবেন।

সাংসদ, সাংসদপুত্র সমাচার : কেউ দখল করে মাঠ, কেউ করে বিটিভি

গত সরকারের এক 'সূর্যসন্তান' ছিল দীপু চৌধুরী। তার শৌর্য, বীরত্বের গাঁথা সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন এই মন্ত্রী সন্তান উত্তরার 'খালি' মাঠ দেখে মার্কেট তৈরি শুরু করে দিলেন। পরবর্তীতে কোর্টের নির্দেশে দীপু চৌধুরী ক্ষ্যান্ত দিতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের সাংসদ সন্তানরা যেন সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্ম নেন। মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সন্তানদের তো কথাই নেই। দেশটা তো তাদের নিজেদের সম্পত্তি। তারা চোখ বুঝে চিন্তা করেন 'এটা করব'। ব্যস হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। হয়তো কোনো এক সকালে মাহী চৌধুরী বিটিভির অনুষ্ঠান 'উন্নয়ন'-এর চিন্তা করলেন। জন্ম নিল আনন্দ ঘন্টা। সঙ্গে নিজের ১২ কোটি টাকার ব্যবসা আর বিটিভির ৮ কোটি টাকার লোকসান। মাহী চৌধুরী সাক্ষাৎকারে একুশে সম্পর্কে বলেছেন এর অনুষ্ঠানের মান ভালো হলেও জন্ম প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন থাকায় সেটি খারাপ দৃষ্টান্ত। একই সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন সাংসদ হবার কারণেই তার পক্ষে সিদ্ধান্ত এত দ্রুত হয়েছে।

প্রশ্ন এখানেই ওঠে। এতো বছর তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন। এখন হঠাৎ করে তিনি এতো প্রতিভাবান হয়ে গেলেন যে বিটিভি অন্য কোনো পরীক্ষিত কাউকে না দিয়ে শুধু তাকেই সপ্তাহে ৫ ঘন্টা দিয়ে দিচ্ছে? তাও আবার লোকসানে। এর পাল্টা উত্তর হিসেবে তিনি বলতে পারেন তার চিরায়ত বুলি, বিটিভির অনুষ্ঠানের মান ভালো করবার উদ্যোগ তিনি যেভাবে নিয়েছেন সেভাবে অন্য কেউ নেয়নি। মাহী যদি ঠিকও হন তাহলেও কথা থাকে। এন্ড ডাজ নট জাস্টিফাই এনি থিং।

এই সত্যটা বোঝার সময় আমাদের রাজনীতিবিদদের হয়েছে। তাও তারা অবুঝ।

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**